জননেত্রী শেখ হাসিনার বিবৃতি

সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বিএনপি-জামাত জোটের শাসনামলে দ্রব্যমূল্য বাড়েনি বলে দাবী করে বিএনপি নেত্রী ক্ষমার অযোগ্য মিথ্যাচার করেছেন।

দ্রব্যমূল্য নিয়ে খালেদা জিয়ার অসত্য ভাষণের প্রেক্ষিতে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে শেখ হাসিনা বলেন, বিএনপি নেত্রী বলেছেন, তিনি নাকি পরিসংখ্যান দিয়ে দেখিয়ে দিবেন, তার সময়ে দ্রব্যমূল্য বাড়েনি।

অথচ, বাংলাদেশের মানুষ দেখেছে,

আওয়ামী লীগ আমলের	বিএনপি-জামাত জোট
১০ টাকার মোটা চাল	২০ টাকা করেছে।
২৭ টাকার সোয়াবিন	৬২ টাকা করেছে।
১০ টাকার লবণ	১৭ টাকা।
২৮ টাকার চিনি	৪৮ টাকা।
৭ টাকার আলু	২৫ টাকা।
১২ টাকার পিয়াঁজ	২৪ টাকা।
১২ টাকার আটা	২৩ টাকা।

বিএনপি-জামাত জোট সরকার ৫ বছরে ৬ বার ডিজেল, কেরোসিন,পেট্রোল ও অকটেনের দাম বাড়িয়েছে। ১৫ টাকার ডিজেল আজ ৩৫ টাকা। ১৫ টাকার কেরোসিন ৩৬ টাকা।

যারা সরকারী টাকায় চব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় খাওয়া-দাওয়া করেন তাদের পক্ষে জিনিসপত্রের দাম বাড়ার কষ্ট বুঝতে না পারাটাই স্বাভাবিক।

তিনি বলেন, দেশের ১৪ কোটি মানুষ হাড়ে হাড়ে বিএনপি-জামাতের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পরিসংখ্যান টের পাচ্ছে।

তিনি বলেন, ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা গ্রহনের সময় মূল্যস্ফীতি ছিলো ৬.৪ ভাগ। আমরা তা ১.৫৯ ভাগে নিয়ন্ত্রিত করেছিলাম। বিএনপি-জামাতের ৫ বছরে তা আবার বেড়ে সরকারী হিসাবেই সাড়ে সাত ভাগ হয়েছে। বাস্তবে মূল্যস্ফীতি ডাবল ডিজিট অতিক্রম করেছে। মূল্যস্ফীতি প্রবৃদ্ধিকে অতিক্রম করেছে।

শেখ হাসিনা বলেন, সিণ্ডিকেট করে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে হাওয়া ভবন ৫ বছরে মানুষের পকেট কেটে ২ লাখ ৮৬ হাজার কোটি টাকা লুট করেছে বলে পত্র-পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে।

কৃষক তার উৎপাদিত পন্যের ন্যায্যমূল্য পায়নি। বরং সার, ডিজেল, কীটনাশকসহ প্রতিটি কৃষি উপকরণের দাম বেড়েছে। বিদ্যুতের অভাবে কৃষক সেচকাজ করতে পারেনি। বিএনপি নেত্রীর সরকার দেশে এক মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়াতে পারেনি অথচ, বিদ্যুৎ খাতে ১৮ হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি করেছে বলে অভিযোগ এসেছে।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিএনপি নেত্রী দ্রব্যমূল্য বাড়েনি বলে মিথ্যাচার করলেও তার দলেরই এক নেতা গতকাল তাকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য মানুষের কাছে ক্ষমা চাইতে বলেছেন। অর্থাৎ, তার এই মিথ্যাচার বিএনপির দলীয় নেতা-কর্মীরাও প্রত্যাখ্যান করেছে। ন্যুনতম লজ্জাবোধ থাকলে তার উচিত, সিন্ডিকেট করে জিনিসপত্রের দাম বাড়ানোর জন্য জনগণের কাছে করজোরে ক্ষমা চাওয়া।

শেখ হাসিনা বলেন, বিএনপি নেত্রী বলেছেন, মানুষের নাকি আয় বেড়েছে। দল-মত নির্বিশেষে দেশের মানুষ জানতে চায়, কার আয় বেড়েছে?

গরীব কৃষক, শ্রমিক, রিকশাচালক, ভ্যানচালক, শিক্ষক, মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত সরকারী-বেসরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী, পুলিশ, বিডিআর, সশস্ত্রবাহিনী কারোরই আয় বাড়েনি। উত্তরবঙ্গসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মানুষ না খেয়ে মারা গিয়েছে। ক্ষুধার জ্বালায় কোলের সন্তানকে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছে।

তবে তার আশে-পাশে যারা থাকেন তাদের আয় বেড়েছে। যারা একদিন ভাঙ্গা স্যুটকেস আর ছেঁড়াগেঞ্জির নাটক দেখিয়েছিলো সেই পরিবার হাজার হাজার কোটি টাকা লুটপাট করেছে। জনগণের সম্পদ লুট করে তারা ভোগ-বিলাসে ব্যস্ত রয়েছেন।

যারা দুর্নীতি করে জনগণের টাকা চুরি করে সম্পদের পাহাড় গড়েছে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে তাদের কিছু যায় আসেনা। কিন্তু যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে হালাল রোজগার করে তারা জানে টাকা উপার্জন কতোটা কষ্টের।

আওয়ামী লীগ আমলে একজন রিকশাচালক দিনে ১০০ টাকা রোজগার করলে ১০ কেজি চাল কিনতে পারতো। তাদের আমলে সেই টাকা দিয়ে ৫ কেজি চাল কেনাও সম্ভব হয়নি।

তিনি বলেন, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির দায় মিডিয়ার কাঁধে চাপিয়ে তিনি রক্ষা পাবেননা। দেশে একটি অবাধ, সুষ্টু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে মানুষ ব্যালটের মাধ্যমে তার মিথ্যাচারের জবাব দিবে। হাওয়া ভবনের সিন্ডিকেটের লুটপাটের পরিসংখ্যান বের করে আনবে।

চরমোনাইয়ের পীর সাহেবের মৃত্যুতে জননেত্রী শেখ হাসিনার শোকপ্রকাশ

সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এক বিবৃতিতে চরমোনাইয়ের পীরসহেব মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ ফজলুল করিমের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

তিনি বলেন, তার মৃত্যুতে জাতি একজন ইসলামী চিন্তাবিদকে হারিয়েছে। মরহুম পীরসাহেবকে একজন সচেতন ধর্মীয় নেতা হিসাবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, দুঃশাসনের বিরুদ্ধে ও গণমানুষের পক্ষে তার কণ্ঠ ছিলো সবসময়ই সোচ্চার।

শেখ হাসিনা মরহুম পীর সাহেবের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যবৃন্দ ও তার অগণিত ভক্ত ও মুরিদানের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করে মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন।